যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ২০৮

১/ বিবিধ

আরবী

ما قبل حج امرئ إلا رفع حصاه، يعني حصى الجمار
ضعيف

قال في " المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة ": رواه الديلمي عن ابن عمر مرفوعا
قلت: واقتصاره في العزو على الديلمي إشارة منه - على ما فيه من قصور - إلى ضعف الحديث، وقد صرح بذلك الإمام البيهقي كما يأتي، فقد أخرجه الديلمي (4/ 50) من طريق عبد الرحمن بن خراش عن العوام عن نافع عن ابن عمر وعبد الرحمن هذا والعوام لم أعرفهما، لكن أخشى أن يكون في " المصورة " خطأ نسخي، فقد رواه ابن عدي في " الكامل " (7 / 2555) من طريق عبد الله بن خراش عن واسط بن الحارث عن نافع به، وقال: واسط عامة أحاديثه لا يتابع عليها، وذكر له في " الميزان " مناكير هذا منها، وأخرج البيهقي في " سننه الكبرى " (5 / 128) والدارقطني (ص 289) والحاكم (1 / 476) وكذا الطبراني في " الأوسط " (1 / 121 / 1) من طريق يزيد بن سنان عن يزيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد قال: قلنا
يا رسول الله هذه الحجارة التي يرمى بها كل عام، فنحتسب أنها تنقص؟ فقال " إنه ما تقبل منها رفع، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال "، ضعفه البيهقي بقوله: يزيد بن سنان ليس بالقوي في الحديث، وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعا

قلت: وخالفه شيخه الحاكم فقال: صحيح الإسناد، يزيد بن سنان ليس بالمتروك والحق قول البيهقي، وهو أعلم من شيخه بالجرح والتعديل، إلا أن الحاكم يستلزم من كون يزيد هذا ليس بالمتروك أن حديثه صحيح، مع أن هذا غير لازم، فإنه قد يكون الراوي ضعيفا وهو غير متروك، فيكون ضعيف الحديث، ويزيد من هذا القبيل، على أنه قد تركه النسائي، ولهذا تعقبه الذهبي في " تلخيص المستدرك " بقوله: قلت: يزيد ضعفوه

والحديث ذكره الهيثمي (3 / 260) وقال: رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه يزيد بن سنان التميمي وهو ضعيف

قلت: وقد ورد موقوفا أخرجه الأزرقي في " تاريخ مكة " (ص 403) والدولابي في " الكنى " (2 / 56) من طريق ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال

" ما تقبل من الحصا رفع " وسنده صحيح، وابن أبي النعم، اسمه عبد الرحمن

وكذلك أخرجه موقوفا عن ابن عباس الأزرقي والبيهقي بسند صحيح أيضا، فالصواب في الحديث الوقف، ولينظر هل هو في الحكم المرفوع؟ فإنه لم يتبين لي

বাংলা

২০৮। যে ব্যক্তির হাজ্জ (হজ্জ) গৃহীত হবে (কবুল হবে) তার কঙ্কর উঠিয়ে নেয়া হয় অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপের স্থানে নিক্ষিপ্ত পাথর উঠিয়ে নেয়া হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

“মাকাসীদুল হাসানা ফিল আহাদীসিল মুসতাহারা আলাল আলসিনা” গ্রন্থের লেখক বলেছেনঃ এটিকে দাইলামী ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী হাদীসটি “আল-কামিল” গ্রন্থে (৭/২৫৫৫) আব্দুল্লাহ ইবনু খাররাশ সূত্রে ওয়াসিত ইবনু হারিস হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেনঃ ওয়াসিত-এর হাদীসগুলোর অনুসরণ করা যায় না। যাহাবীর “আল-মীযান” গ্রন্থে তার মুনকারগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, এটি সেগুলোর একটি। হাদীসটি বাইহাকী তার "সুনানুল কুবরা" গ্রন্থে (৫/১২৮), দারাকুতনী (পৃঃ ২৮৯), হাকিম (১/৪৭৬) ও তাবারানী “মুজামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/১২১/১) ইয়াযীদ ইবনু সিনান সূত্রে উল্লেখ করেছেন। এ ইয়াযীদ ইবনু সিনানকে বাইহাকী দুর্বল বলেছেন। তিনি আরো বলেছেনঃ ইয়াযীদ হাদীসের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন। কিন্তু হাকিম এ কথার বিরোধিতা করে বলেছেনঃ এটির সনদ সহীহ, ইয়াযীদ ইবনু সিনান মাতরূক নন।

তবে হক হচ্ছে বাইহাকীর কথায়। কারণ তিনি এ বিষয়ে বেশী জ্ঞাত। হাকিম কর্তৃক মাতরুক নয় বলা প্রমাণ করে না যে, হাদীসটি সহীহ। কারণ কখনো মাতরুক না হয়েও দুর্বল হতে পারে, যার কারণে হাদীস দুর্বল হয়।

যাহাবী "তাখলীসুল মুসতাদরাক" গ্রন্থে হাকিমের সমালোচনা করে বলেছেনঃ মুহাদ্দিসগণ ইয়াযীদকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হায়সামী (৩/২৬০) বলেনঃ এটির সনদে ইয়াযীদ ইবনু সিনান আছেন, তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তবে মওকুফ হিসাবে সহীহ্ সনদে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) এবং ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে সাব্যস্ত হয়েছে। সেটি আযরূকী "তারীখু মক্কা" গ্রন্থে (পৃঃ ৪০৩) এবং দুলাবী “আল-কুনা" গ্রন্থে (২/৫৬) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি আমার নিকট মারফু’র হুকুমে এমনটি স্পষ্ট হয়নি।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5468

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন